প্রথম আলো

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

হিসাববিজ্ঞানের প্রশ্ন অসম্পূর্ণ

বিশাল বাংলা ডেস্ক ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের একটি বিষয়ের পরীক্ষা গতকাল বুধবার দুই রকম প্রশ্নপত্রে নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা চরম উদ্বেগে রয়েছেন।

গতকাল হিসাববিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের 'গবেষণা পদ্ধতি' বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। এ বিষয়ে ৮০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে মোট ১৭টি প্রশ্ন থাকার কথা। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে প্রশ্নপত্রের শেষের ১৬ ও ১৭ নম্বর প্রশ্ন দুটি ছিল না। ১৬ নম্বর প্রশ্নের একটি অসম্পূর্ণ বাক্য ছিল।

রাজশাহী নগরের নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছেন দেবু কর্মকার। তিনি বলেন, তাঁদের ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটিরই উত্তর দিতে হয়েছে। আর যাঁরা সম্পূর্ণ প্রশ্ন পেয়েছেন, তাঁরা আটটি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটির উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বলেন, এ কেন্দ্রের সব প্রশ্নই ছিল অসম্পূর্ণ। তাঁরা খাতার প্যাকেটের ওপরে অসম্পূর্ণ প্রশ্নের বিষয়টি উল্লেখ করে দিয়েছেন।

নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জার্সিস কাদির বলেন, এ কেন্দ্রের অর্ধেক পরীক্ষার্থী অসম্পূর্ণ প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা ওই খাতা আলাদা করে ওপরে নোট দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আকিব জামান, সোহানুর রহমান, অরূপ পাল, রুহুল আমিন, প্রিয়াংকা রায়, স্বর্ণা চক্রবর্তীসহ ২০ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী জানান, এ পরীক্ষা কেন্দ্রের ৩০১, ৩০২ নম্বর কক্ষে যতগুলো প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর পার্ট সি-তে আটটির স্থলে ছয়টি করে প্রশ্ন ছিল। তাঁরা জানান, দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষককে তাঁরা বিষয়টি জানালেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। নম্বর পাওয়া নিয়ে তাঁরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ এস এম শফিকুল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, সমস্যাটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এর দায়ভার নিতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হামজা মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। সারা দেশেই এমনটি হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, এই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র আলাদা করে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি]